

নিষিদ্ধ নোটবই

সরকার দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নোটবই প্রকাশ ও বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া সত্ত্বেও তা যে কথ্য হয়নি, এবং একশ্রেণীর অসাধু ও ভুল প্রকাশকের কল্যাণে বাজারে এসব বইয়ের দৌরাত্ম্য চলছে, তাই তুলে ধরা হয়েছে পত্রিকাত্বের এক রিপোর্টে। ঢাকা ও দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে গোপনে এবং অজান্তে নিম্নমানের কাগজে মুদ্রিত অজন্ম ভুলে কটাকৃত এসব নোটবই চড়া দামে কিনতে হচ্ছে বলে অভিভাবকরা যেমন আর্থিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, তেমন শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ে বাজে ও ভুলে ভরা রচনা পড়ে হচ্ছে মারাত্মক ক্ষতির শিকার।

শিক্ষার্থীরা মূল পাঠ্যবই ভালভাবে অধ্যয়ন করবে, শিক্ষক ও অভিভাবকের সহায়তায় এবং নিজের প্রচেষ্টায় অর্জন করবে জ্ঞান ও শিক্ষণীয় বিষয়, এটাই প্রত্যাশিত। কেননা, মূল পাঠ্য বই ভালোভাবে না পড়লে, নোটবই বা সহায়িকা গ্রন্থের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লে, শিক্ষাই শূন্য অসম্পূর্ণ হয় না, ভুল শিক্ষার অবকাশও থেকে যায়। নিম্নমানের ও ত্রুটি-পূর্ণ নোটবই পড়লে তা সে অশংকা অন্নও বেশি থাকে। নোট বইয়ের ক্ষতিকর প্রভাব কম-বেশি সব শিক্ষার্থীর ওপর পড়ে তবে অল্পবয়সী ও কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ওপর স্বভাবতই তা বেশি বর্তমান।

নোটবই কেন অথৈ মূল পাঠ্যবইয়ের বিকল্প হতে পারে না এবং এর ক্ষতিকর প্রভাব আছেই। যুগে-যুগে তাই শিক্ষাবিদ ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা নোট বইয়ের ক্ষতিকর প্রভাবের কথা বলেছেন, এ ধরনের বই যাতে প্রণীত মুদ্রিত ও বিক্রি হতে না পারে তার ওপর জোর দিয়েছেন। দরখের বিষয়, দেশের শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের স্বার্থের দিক লক্ষ রেখে সরকার দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নোটবই প্রকাশ ও বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া সত্ত্বেও বাজারে এ ধরনের বইয়ের দৌরাত্ম্য চলছে।

আমরা আশা করবো, এই দৌরাত্ম্য বন্ধের জন্য ব্যাপক ও কড়া কার্য ব্যবস্থা নেয়া হবে। নিষিদ্ধ নোটবই যত প্রণীত মুদ্রিত ও ক্রয়জাত না হতে পারে সেদিকে বাধা হবে সজাগ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। নোটবইয়ের ওপর নির্ভরশীলতা পটভূমি এবং শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার স্বাধীনতা পানিবই সমন্বিত প্রকাশ ক্রয়জাতকরণ ও সন্তোষজনক করে তুলে দেবার। কেননা, দরখের স্বাদ খেলে যেটাই মতোই মূল পাঠ্যবই না হলে নোটবইয়ের ওপর নির্ভর করার পবনতা বৃদ্ধি। এই পবনতা যাতে দূর হয় সেজন্য শিক্ষক অভিভাবক ও শিক্ষার্থী—সবারই সচেতন ও সচেষ্ট হতে হবে।

• 00.011